সমকাল

28 APR 2026

বাংলাদেশের চেয়ে ভিয়েতনামে এফডিআই ১৩ গুণ বেশি

সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যকার সমন্বয়হীনতাকে এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আঙ্কটাড)। এ রকম বেশ কিছু কারণে সমপর্যায়ের অন্য দেশগুলোর তুলনায় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগে (এফডিআই) বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে বলে মনে করছে সংস্থাটি।

বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনাবিষয়ক আঙ্কটাডের প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিনিয়োগ ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনটির বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। আঙ্কটাডের ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ বিভাগের লিগ্যাল অফিসার কিয়োশি আদাচি প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

২০২৪ সালের তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশেও এফডিআই বাংলাদেশের চেয়ে কয়েক গুণ। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের তুলনায় ভিয়েতনামের এফডিআই ষ্টক বা ওই বছর পর্যন্ত দেশে থাকা মোট সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ১৩ গুণ, ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ১৭ গুণ ও কম্বোডিয়ার প্রায় তিন গুণ। বাংলাদেশে এফডিআই ষ্টক কম হওয়ার কারণ হলো এফডিআইয়ের প্রবাহও কম। নানা কারণে বাংলাদেশ এ অঞ্চলের দেশগুলোর তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বেশ কিছু খাতে দুর্বলতা থাকলেও বিগত দিনে বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতির সংস্কারের অনেক সুপারিশই আংশিকভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। যেসব সুপারিশ বাস্তবায়ন বাকি রয়েছে, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে এফডিআই এসেছিল ১৮০ কোটি ডলারের বেশি। কিন্তু ২০২৪ সালে

আঙ্কটাডের প্রতিবেদন

বিনিয়োগ সম্পর্কিত সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা বড় চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়। কভিড-১৯ মহামারির শুরুর সময়ের তুলনায়ও এফডিআইয়ের প্রবাহ কম হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশীয় ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিও বাংলাদেশে এফডিআইয়ের নিম্ন প্রবাহের কারণ। তবে এ বছর এফডিআই বাড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। পুনর্বিনিয়োগকৃত আয় ও আন্তঃপ্রতিষ্ঠান ঋণের মাধ্যমে এফডিআইয়ের প্রবাহ আবার বাড়তে শুরু করেছে।

আঙ্কটাডের পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, বিনিয়োগ পরিবেশ আরও অনুকূল করা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে আরও সমন্বিত ও কার্যকর পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। পাশাপাশি বিনিয়োগসংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সংস্কার চলমান রাখা, পুরোনো বিনিয়োগ আইনে সংশোধনের মাধ্যমে ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়ন হালনাগাদ করা ও একটি সমন্বিত জাতীয় বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়নের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংলাপে বক্তব্য দেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী, ইউএনডিপি বাংলাদেশের ডেপুটি আবাসিক প্রতিনিধি সোনালি দয়ারত্নে, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. এম. মাসরুর রিয়াজ, বিল্ডের সিইও ফেরদৌস আরা বেগম, বিডার সাবেক মহাপরিচালক মো. আরিফুল, র‍্যাংগস গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোহানা রউফ চৌধুরী প্রমুখ।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র

প্রথম আলো

28 APR 2026

বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে ৩৩ শতাংশ

আঙ্কটাডের প্রতিবেদন

গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিডা কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

- বিনিয়োগে আঞ্চলিক প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশ কয়েক গুণ পিছিয়ে।
- গত ৫-৬ বছরে বাংলাদেশ নিয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমেছে।
- ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে এফডিআই প্রবাহে কিছুটা ইতিবাচক ধারা দেখা গেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ছয় বছরের বেশি সময় ধরে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহ কমেছে। করোনা অতিমারির আগের বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালে দেশে ১৮০ কোটি মার্কিন ডলারের এফডিআই এসেছিল। ২০২৪ সালে তা কমে প্রায় ১২০ কোটি ডলারে নামে। অর্থাৎ, পাঁচ বছরে বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহ এক-তৃতীয়াংশ বা ৩৩ শতাংশের মতো কমেছে।

জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার (আঙ্কটাড) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে আঞ্চলিক প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বেশ পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। তবে আশার কথা হলো, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে এফডিআই প্রবাহে কিছুটা ইতিবাচক ধারা দেখা গেছে।

২০১৩ সালে বাংলাদেশের বিনিয়োগনীতি পর্যালোচনা করে একগুচ্ছ সুপারিশ করেছিল আঙ্কটাড। গত এক দশকে সেই সুপারিশের কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে, তা মূল্যায়ন করে সম্প্রতি আরেকটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে জেনেভাভিত্তিক এই সংস্থা। গতকাল সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আঙ্কটাডের ইনভেস্টমেন্ট ও এন্টারপ্রাইজ বিভাগের কর্মকর্তা কিয়োশি আদাচি। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে ইউএনডিপির উপ-আবাসিক প্রতিনিধি সোনালী দয়ারত্নে, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ, গবেষণা সংস্থা বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্টের (বিল্ড) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ফেরদৌস আরা বেগম, বাণিজ্যনীতিবিশেষজ্ঞ মো. হাফিজুর রহমান, বিডার নির্বাহী সদস্য নাহিয়ান রহমান প্রমুখ।

প্রতিযোগীদের তুলনায় পিছিয়ে

আঙ্কটাডের প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিনিয়োগ স্থিতির দিক (এফডিআই স্টক) থেকে আঞ্চলিক প্রতিযোগী ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশ কয়েক গুণ পিছিয়ে রয়েছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের বিনিয়োগ স্থিতি ছিল ১ হাজার ৮২৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার। একই সময়ে ভিয়েতনামের বিনিয়োগ স্থিতি ছিল ২৪ হাজার ৯১৪ কোটি ১০ লাখ ডলার, যা বাংলাদেশের চেয়ে ১৩ গুণের বেশি। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার বিনিয়োগ স্থিতি যথাক্রমে ১৭ ও ৩ গুণ বেশি ছিল।

বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমেছে

আঙ্কটাডের মতে, গত পাঁচ-ছয় বছরে বাংলাদেশ নিয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থাও কমেছে। এর কারণগুলো হচ্ছে টাকার অবমূল্যায়ন, বিলম্বে বিল পরিশোধ, আমদানি নিষেধাজ্ঞা ও বাড়তি জ্বালানি ব্যয় ও দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২১ সাল থেকে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় ৩৬ শতাংশ অবমূল্যায়ন হয়েছে। জ্বালানি আমদানি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শিল্প খাতে প্রভাব পড়েছে। এতে বিনিয়োগকারীদের পরিচালন ব্যয় ও অনিশ্চয়তা বেড়েছে। পাশাপাশি ২০২৩-২৪ সময়ে দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতেও বড় পরিবর্তন আসে। আবার দেশের বৃহত্তম রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকশিল্পের অনেক কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং শ্রম-অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে।

যেসব কাজ হয়নি

আঙ্কটাড জানিয়েছে, তারা ২০১৩ সালের প্রতিবেদনে যেসব সুপারিশ করেছিল, তার অনেক কিছু বাস্তবায়ন হয়নি। যেমন বিনিয়োগ, শিল্প ও বাণিজ্যনীতি প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ১৯৮০ সালের বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ আইন এখনো সংশোধন করা হয়নি। এর ফলে এই আইনে এফডিআইয়ের ক্ষেত্রে থাকা বিধিনিষেধগুলো দূর করা যায়নি। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এখনো বিডাসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অনুমোদন লাগে, এটি কমানো যায়নি।

সংস্থাটি বলছে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতার সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। দেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ও তথ্যভান্ডার নেই। এ কারণে বড় অবকাঠামো প্রকল্পে সময়মতো জমির ছাড়পত্র পাওয়া এখনো চ্যালেঞ্জিং রয়ে গেছে। দক্ষ শ্রমিকের অভাব দূর করতে কোনো কৌশলগত কাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। বিদেশিদের কাজের অনুমতি (ওয়ার্ক পারমিট) ও আবাসনের অনুমতির প্রক্রিয়াগুলো এখনো জটিল, সময়সাপেক্ষ ও আংশিক সনাতনি রয়ে গেছে। আঙ্কটাড আরও জানায়, বেশ কিছু সংস্কার সত্ত্বেও দেশের করব্যবস্থা এখনো জটিল রয়ে গেছে। খাতভিত্তিক একাধিক করপোরেট আয়কর হার রয়েছে। করছাড়ের কোনো যথাযথ মূল্যায়ন নেই।

তিন করণীয়

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে ইউএনডিপি বাংলাদেশের উপ-আবাসিক প্রতিনিধি সোনালি দয়ারত্নে তিনটি করণীয়ের কথা জানান। তিনি বলেন, প্রথমত, বাংলাদেশের পরবর্তী ধাপের উন্নয়নের জন্য সংস্কার বাস্তবায়নের দিকে যেতে হবে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কাজের সমন্বয় থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নে সংস্কার মানে কেবল আইন, নীতি বা প্রণোদনা নয়, বরং সংস্কারের পরিকল্পনা, সমন্বয়, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, বিনিয়োগনীতি অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

বক্তারা আরও যা বলেন

অনুষ্ঠানে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, '২০১৩ সালে এফডিআইয়ের যে অবস্থা ছিল, সেখান থেকে আমরা খুব বেশি এগোতে পারিনি। জিডিপির তুলনায় বিনিয়োগের হার একই রয়ে গেছে; বরং কিছুটা কমেছে। অর্থাৎ বিনিয়োগ বাড়াতে আমরা কাজ করছি, কিন্তু তা থেকে তেমন কোনো ফল আসছে না। এ অবস্থায় কাজের গতি পরিবর্তন করে বাংলাদেশের এখন সংস্কারের দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশের সময় এসেছে।'

বিল্ডের সিইও ফেরদৌস আরা বেগম বলেন, দেশে শিল্প খাতে কোনো ব্যবসা শুরু করতে ২৩টি নিবন্ধন প্রয়োজন হয়। এসব নিবন্ধন পেতে সময় লাগে অন্তত ৪৭৭ দিন। ব্যবসা করার এই পদ্ধতিগত জটিলতা ও সময় কমাতে হবে।

পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ বলেন, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নীতির স্থিতিশীলতা সবচেয়ে জরুরি। এ ছাড়া বিভিন্ন খাতে ঢালাও প্রণোদনা খুব একটা কার্যকর ফল দিচ্ছে না। ফলে প্রণোদনা নির্ধারণের মাপকাঠি সুনির্দিষ্ট করা উচিত।

~~বণিক বার্তা~~
কালবেলা
28 APR 2026

যুক্তরাজ্যের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেপজার চুক্তি

যুক্তরাজ্য মালিকানাধীন তৈরি পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠান মেসার্স এক্সপেরিয়েন্স ক্লদিং কোম্পানি ঢাকা ইপিজেডে বেপজার সঙ্গে তাদের চুক্তির ৩০ বছর মেয়াদ শেষ করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার কোম্পানিটি পরবর্তী ৩০ বছরের জন্য চুক্তি নবায়ন করেছে। আর এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন বেপজার নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. তানভীর হোসেন এবং মেসার্স এক্সপেরিয়েন্স ক্লদিং কোম্পানির পরিচালক জুলফিকার মাকসুদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

The Daily Star

28 APR 2026

Rising global protectionism may delay Bangladesh's LDC graduation

Says UN report, citing steep US tariffs, falling export orders and regional supply chain disruption across Asia-Pacific economies

REFAYET ULLAH MIRDHA

Rising global protectionism and trade fragmentation could slow economic progress across the wider developing Asia-Pacific region, potentially delaying graduation from least developed country (LDC) status for countries, including Bangladesh, according to a new United Nations survey.

The 2026 edition of the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific, published last week, said the average additional effective tariff rate imposed by the United States on developing economies in the region has climbed to around 15 percent from about 2.8 percent in 2024.

As a result, several smaller and least developed countries, including Bangladesh, Cambodia, the Lao People's Democratic Republic and Myanmar, now face 19-40 percent tariffs on exports to the United States.

The report said that such barriers are likely to hold back economic development and delay LDC graduation.

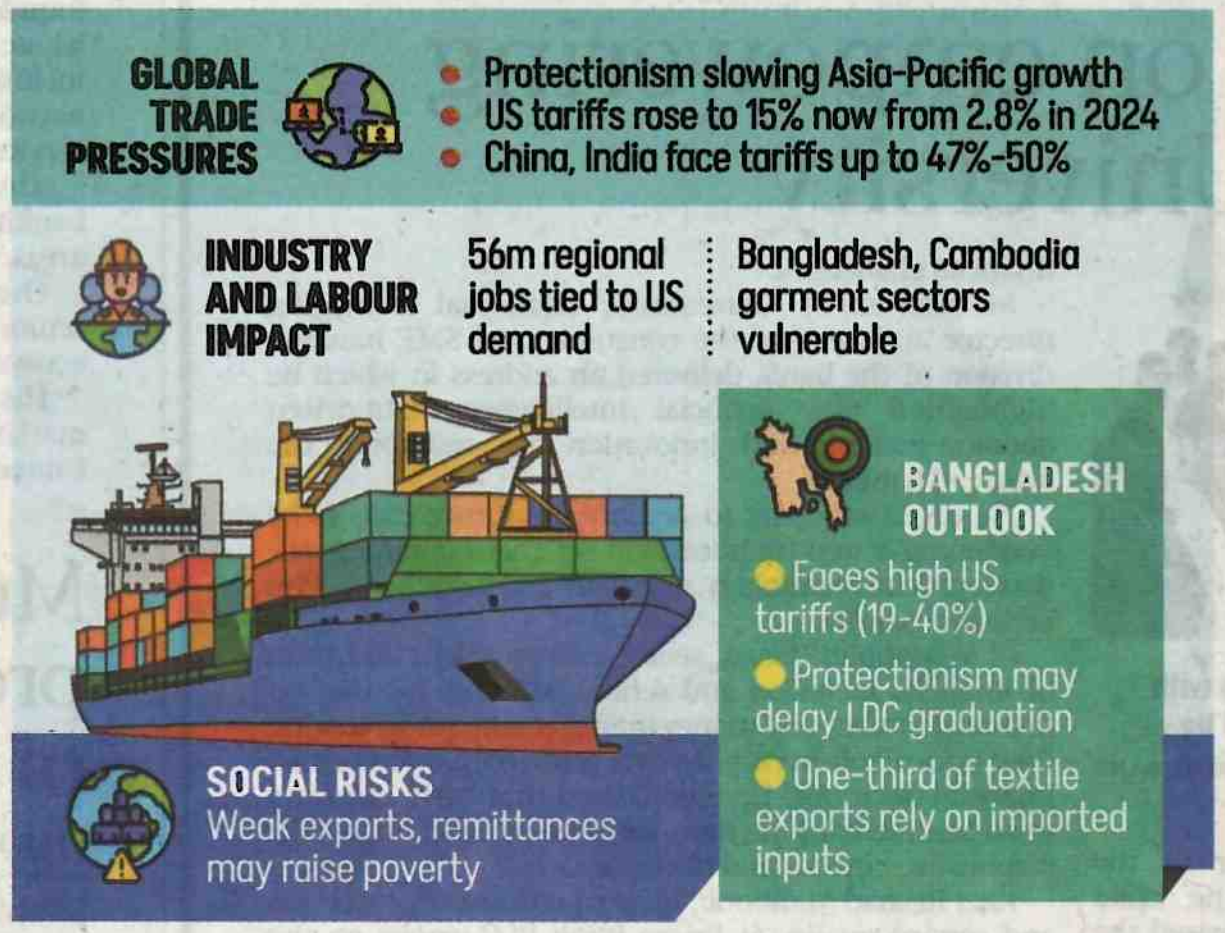

PRIME HOME LOAN
HOME SERVICE
APPLY HOME LOAN FROM YOUR HOME

TO BOOK YOUR APPOINTMENT
CALL 16218 & PRESS 0
AVAILABLE SEVEN DAYS A WEEK
Prime Bank
*Conditions apply

Bangladesh, Nepal and Lao PDR are scheduled to graduate to developing

highly unpredictable.

As of February this year, tariff rates

investment in affected sectors, with knock-on effects for growth and

protectionism may delay Bangladesh's LDC graduation

Says UN report, citing steep US tariffs, falling export orders and regional supply chain disruption across Asia-Pacific economies

REFAYET ULLAH MIRDHA

Rising global protectionism and trade fragmentation could slow economic progress across the wider developing Asia-Pacific region, potentially delaying graduation from least developed country (LDC) status for countries, including Bangladesh, according to a new United Nations survey.

The 2026 edition of the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific, published last week, said the average additional effective tariff rate imposed by the United States on developing economies in the region has climbed to around 15 percent from about 2.8 percent in 2024.

As a result, several smaller and least developed countries, including Bangladesh, Cambodia, the Lao People's Democratic Republic and Myanmar, now face 19-40 percent tariffs on exports to the United States.

The report said that such barriers are likely to hold back economic development and delay LDC graduation.

PRIME HOME LOAN
HOME SERVICE
APPLY HOME LOAN FROM YOUR HOME

TO BOOK YOUR APPOINTMENT
CALL 16218 & PRESS 0
AVAILABLE SEVEN DAYS A WEEK
Prime Bank
*Conditions apply

Bangladesh, Nepal and Lao PDR are scheduled to graduate to developing country status on November 24 this year. However, Bangladesh and Nepal have applied to the UN for a three-year deferment until 2029.

The report noted that further tariff adjustments were announced after a United States Supreme Court ruling in February 2026. Policy changes remain highly unpredictable.

As of February this year, tariff rates faced by developing economies in Asia and the Pacific were still higher than in 2024.

The report by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) also said weaker export orders are likely to hit employment, wages and business investment in affected sectors, with knock-on effects for growth and government revenue.

The impact will extend beyond direct exports to the United States. Economies supplying raw materials, parts and components to regional value chains may also see demand fall, according to the report.

READ MORE ON B3

Rising global protectionism

FROM PAGE B1

In Bangladesh, about one-third of textile and textile product exports depend on imported inputs or upstream trade partners. Disruptions to value chains and trade diversion could also curb productivity growth over time, limiting longer-term economic potential.

"Tariff hikes are estimated to have sizable employment impacts," said the report. The impact on workers would vary by gender, age, skill level and sector.

Around 3 percent of total employment in the region, roughly 56 million jobs, is linked to final demand in the United States through trade and supply chains. Manufacturing is the most exposed sector.

Lower exports could suppress wages and push vulnerable workers into poverty.

In countries such as Bangladesh, Cambodia, Pakistan and Sri Lanka, the garment industry employs large numbers of informal workers, many of them women.

Compared with registered workers, informal employees have weaker bargaining power, limited legal protection and little access to social security. Many earn below minimum wage levels.

Even if trade tensions ease, lingering uncertainty may discourage firms from rehiring displaced workers. That could force households to cut spending on food, health and education, with long-term consequences.

Bangladesh, Cambodia, Pakistan, Sri Lanka and Vietnam, which face tariffs of about 20 percent, are particularly exposed because labour-intensive goods such as garments, textiles, footwear and leather account for a large share of their exports to the United States.

In Bangladesh and Cambodia, garments and textiles alone make up 50 percent to 80 percent of total goods exports to the US market.

The report also said that women dominate employment in these sectors, especially in lower-skilled, routine jobs such as sewing, cutting and finishing. Women account for around seven in ten readymade garment workers in Bangladesh and Sri Lanka, and about eight in ten in Cambodia.

Pay in these industries often sits at or just above the minimum wage, and access to unemployment benefits or other safety nets is limited.

In Bangladesh, about 32 percent of RMG workers earn below the minimum wage, and roughly 7 percent earn incomes below the international poverty line. Gender pay differences persist across these labour-intensive sectors.

In Vietnam's garment sector, female wages are estimated to be about 15 percent lower than those of men. With limited opportunities to shift into alternative employment, women and low-skilled workers are especially vulnerable to job losses and wage cuts.

Informal and subcontracted workers face the greatest risk if export demand weakens. These jobs usually offer no notice period, little job security and no social protection. They are usually the first to be cut and the last to return.

The survey also finds a clear divergence in firm performance.

Companies linked to the United States market were 14 percentage points less likely to report production growth. By contrast, firms supplying the European Union were 16 percentage points more likely to post increases.

The report added that many firms will struggle to diversify export markets quickly, given intensifying global competition and uncertain demand in major economies.

Solar

FROM PAGE B1

In Lalmoni
manages a so
well run by th
of Hatibandh
water to arou
and vegetable

"Even if die
price rises, fa
to worry," he
irrigation ma
power."

He added th
for eight mont
season ends,
surplus electri
grid through
benefit farmers
government ali

Further into
Kurigram, farr
Char Paschim E
said vast areas
Teesta River o
because irrigat
meant increased

"For the las
char lands are
regularly beca
facilities throug
said. "Land th
unused is now p

Sudhan Cha
from Madhupu
upazila of R
difference is si
worry about fu
from solar pow

The Daily Star

28 APR 2026

Trade through Benapole suspended for West Bengal elections

OUR CORRESPONDENT, *Benapole*

Import-export activities between Bangladesh and India through the Benapole land port will remain suspended for three consecutive days due to the assembly elections in West Bengal, India.

However, despite the halt in trade operations, passport holders will be allowed to travel for emergency medical purposes, and voters from West Bengal will be permitted to enter India from Bangladesh to cast their ballots.

Moreover, perishable goods will also remain outside the purview of this restriction.

The information was disclosed in a letter issued on April 24, signed by Shilpa Gaurisaria, district magistrate and district election officer of North 24 Parganas, India, while Md Shamim Hossain, director of Benapole Port, confirmed the matter yesterday.

According to the letter, voting will take place on April 29 in 33 assembly constituencies in North 24 Parganas.

To ensure a smooth election process, the movement of people and vehicles will be restricted from 6pm on April 26 to 6am on April 30 under Section 163 of the Indian Citizen Security Code-2023.

As a result, all international land borders and entry-exit points in the district will remain closed.

During this period, passenger movement through international check posts will be limited, and normal import-export activities are expected to resume from Thursday morning, said Aminul Haque, vice-president of the Benapole Importers and Exporters Association.

Although passenger movement is restricted,

West Bengal elections

OUR CORRESPONDENT, *Benapole*

Import-export activities between Bangladesh and India through the Benapole land port will remain suspended for three consecutive days due to the assembly elections in West Bengal, India.

However, despite the halt in trade operations, passport holders will be allowed to travel for emergency medical purposes, and voters from West Bengal will be permitted to enter India from Bangladesh to cast their ballots.

Moreover, perishable goods will also remain outside the purview of this restriction.

The information was disclosed in a letter issued on April 24, signed by Shilpa Gaurisaria, district magistrate and district election officer of North 24 Parganas, India, while Md Shamim Hossain, director of Benapole Port, confirmed the matter yesterday.

According to the letter, voting will take place on April 29 in 33 assembly constituencies in North 24 Parganas.

To ensure a smooth election process, the movement of people and vehicles will be restricted from 6pm on April 26 to 6am on April 30 under Section 163 of the Indian Citizen Security Code-2023.

As a result, all international land borders and entry-exit points in the district will remain closed.

During this period, passenger movement through international check posts will be limited, and normal import-export activities are expected to resume from Thursday morning, said Aminul Haque, vice-president of the Benapole Importers and Exporters Association.

Although passenger movement is restricted, Indian voters currently in Bangladesh will be able to return home to vote, said Shakhawat Hossain, officer-in-charge of Benapole Checkpost Immigration Police.

Normal movement of all passport holders will resume after 7am on April 30.

Rahat Hossain, assistant commissioner of Benapole Customs, said that although trade activities will be halted, internal operations at the customs house and port will continue as usual. If any perishable goods arrive from India, arrangements will be made for their swift clearance.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
.....
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো